Hitesranjan Sanyal Memorial Collection
Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Record No.	CSS 2000/96	Place of Publication:	Calcutta
		Year:	1285b.s. (1878)
		Language	Bangla
Collection:	Indranath Majumder	Publisher:	Printed by Harachandra Das; Bidon Jantra, 66 Bidon Street
Author/ Editor:	Natendra Nath Thakur	Size:	10.5x17 cm
		Condition:	Brittle
Title:	Indubala	Remarks:	Novel

ইন্দুবালা।

উপন্যাস।

শ্রীনটেন্দ্র নাথ ঠাকুর।
প্রণীত।

Look on a love that knows not to despair;
But all unquenched is still my better part,
Dwelling deep in my shut and silent heart,
Byron.

কলিকাতা,—৬৬ নং বিডন ষ্ট্রীট
বীডন যন্ত্রে
শ্রীহরচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত।

ALL RIGHTS RESERVED.

১২৮৫

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩	১৮	যাইতেছিল	যাইতেছিলেন
৪	৯	রূপবান	রূপ চান
৫	৪	তিনি আমার	আমি তাঁহার
৯	১৭	চাহিয়া	বাহিয়া
১২	১০	যুবকের	যুবতীর
”	১৩	বিয়েষ	বিশেষ
১৭	১২	পৃথী	পৃথ্বী
২৯	৪	শুস্থ	সুস্থ

ইন্দুবালা।

উপন্যাস।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অদ্য পূর্ণিমার রজনী। নীলাকাশে পূর্ণশশী হাসিতেছে সেই হাসিতে নদ নদী বন উপবন সকলই হাসিতেছে। কুসুমপুরের প্রান্তভাগ দিয়া মৃদু কল্লোলিনী জাহ্নবী নাচিতে নাচিতে হাসিতে হাসিতে সাগর সঙ্গমে ছুটিতেছে ছোট ছোট ঢেউ গুলিন এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে, ঢলিয়া পড়িতে পড়িতে ছুটিতেছে। নীলাকাশ বক্ষে এক খানি চাঁদ হাসিতেছে পূর্ণ যৌবনা জাহ্নবী বক্ষে শত শত চাঁদ ভাসিতেছে। জাহ্নবীর বিশাল বক্ষে দুই এক খানি ক্ষুদ্র তরণী মৃদু মৃদু দুলিতেছে, ক্ষুদ্র তরণীর ক্ষুদ্র দীপালোক বিমল তরঙ্গিনী সলিলে ঝিক্ মিক্ করিতেছে। কুসুম পুরের তাল, তমাল, বকুল ও নারিকেল বৃক্ষ-রাজি চন্দ্র কিরণে স্নাত হইয়া নৈশ সমীরণে দুলিতেছে। কুসুম পুর একটী ক্ষুদ্র গ্রাম—বসতি অতি অল্প। রাস্তা ঘাট গুলিন

যদিও ঘন বৃক্ষাবলী দ্বারা সংকীর্ণ হইয়াছিল—তথাপি অতি পরিস্কার ও পরিচ্ছন্ন। গ্রামে বেশী বসতি না থাকায় নিশারম্ভেই এক প্রকার নিশুতি হইয়াছিল। এক্ষণে রাত্রি প্রায় ১১টা বাজিয়া গিয়াছে,—গ্রাম নীরব হইয়াছে,—কেবলমাত্র বৃক্ষপত্রের ঝর্ ঝর্ শব্দ, কলবাহিনী জাহ্নবীর কল কল ধ্বনি ও পাপিয়ার আকাশব্যাপী রবে নিশার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে; এমন সময়ে হরিনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাটীর খিড়্কীদ্বার দিয়া একটি চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বালিকা একখানি গামছা হাতে করিয়া গঙ্গাতীরে গা ধুইবার জন্য বাহির হইলেন। বাড়ীর সকলেই সুতন্দ্রালসে নিমগ্ন হইয়াছিলেন, কেবল একজন মাত্র অর্দ্ধবৃদ্ধা পরিচারিকা অনঙ্গ জাগরিত ছিল। এতক্ষণ অনঙ্গ চাতের উপর বসিয়া ইন্দুবালার সহিত অশ্রু বরিষণ করিতেছিল, পরে ইন্দুবালা উঠিয়া অনঙ্গকে বলিল, "আমি গঙ্গা থেকে গা ধুয়ে আসি, তুই শুগে যা।" গঙ্গা বাটীর নিকট হওয়ায় ও ইন্দুবালা প্রায়ই রাত্রে গঙ্গাতীরে গা ধুইতে যায়, ইহা জানিয়া অনঙ্গ কোন আপত্তি না করিয়া বলিল, "আমি সঙ্গে যাব মা?" "ইন্দুবালা" বারম্বার উচ্চারণ করা কঠিন, সুতরাং আমরা 'ইন্দু' বলিতেই বাধিত হইলাম। ইন্দু ইহাতে আপত্তি করিয়া বলিল, "না—তুই শুগে যা, আমি এখনি আস্‌চি।" অনঙ্গকে বলিল, 'এখনি আস্‌চি—মনে মনে বলিল, 'আর আসিব না, —এই শেষ।' মনে মনে এই কথা বলিতে বলিতে বাহির হইল। অনঙ্গও কোন আপত্তি না করিয়া শুইতে গেল। অনঙ্গ ইন্দুকে মানুষ করিয়াছিল, ইন্দুকে বড় ভাল বাসিত,

ইন্দুবালার বিবাহের কিছুদিন পরেই ইন্দুকে এক প্রকার বিধবা হইয়া থাকিতে হইয়াছিল, কারণ ইন্দুর বিবাহের দু-চার দিন পরেই তাহার স্বামী যে কোথায় নিরুদ্দেশ হন, আজ পাঁচ বৎসরে তাহার কোন সন্ধান মিলিল না, অনেক খোঁজ খবর হইয়াছিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নি। ইহাতে সিদ্ধান্ত হইয়াছিল, যে তাঁহার স্বামী মারা গিয়াছেন। সুতরাং তাহার পর তাঁহার আর কোন খোঁজ খবর হইল না। সুতরাং ইন্দু এক প্রকার বিধবাই হইয়াছিল। ইহাতে অনঙ্গ সর্ব্বদাই মনঃকষ্টে ছিল, ইন্দুকে চক্ষের অন্তরাল করিত না। ইন্দুর সম্বন্ধে হঠাৎ একরূপ অমঙ্গল জনক ভয় তাহার মনে উদয় হইল,—সে অত শত না বুঝিয়া খানিকক্ষণ কাঁদিল—পরে কিঞ্চিৎ স্থির হইয়া শুইল, ক্রমে নিদ্রাভিভূত হইল। কিন্তু তাহার নিদ্রা—অনিদ্রার বিষয়ে আমাদের প্রয়োজন নাই। একেলা চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বালিকা কি প্রকারে তাঁহার অদৃষ্টের কুটীলপথগামিনী হইতেছেন দেখা যাউক।

—oo—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ইন্দুবালা এইরূপে বিষণ্ণমনে খিড়কির দ্বার দিয়া বাহির হইয়া কাতরনয়নে চন্দ্রকিরণস্নাত বৃক্ষাবলির দিকে দেখিতে দেখিতে গঙ্গাভিমুখে যাইতেছিল ও মনে মনে ভাবিতে-

ছিলেন—আমার কেন এমন হলো? আমি এমন কি অপরাধ করিয়াছি, যে আমাকে বাল্যকালে এ যন্ত্রণা ভোগ করতে হলো? একবার ভাবিতেছিলেন, আমি কি সত্য সত্যই বিধবা হইয়াছি? তা না ত আর কি? যখন আজ পাঁচ বৎসরে তাঁর কোন সন্ধান হলো না, তখন আর কি তিনি জীবিত আছেন? এ অভাগীকে তাঁর মনে ধরেনি, অথচ আমার শ্বশুর শাশুড়ী জোর কোরে ধনের লোভে আমার সঙ্গে তাঁর বিয়ে দিলেন—কিন্তু তিনি ধনের লোভ করেন নি, তার ফল এই—তিনি রূপবান, সেই রূপ না পাওয়াতেই তিনি বিবাগী হন। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ইন্দু জাহ্নবীতীর সন্নিহিত হইলেন। গঙ্গাতীরে আসিয়া ইন্দু ক্ষণেক জাহ্নবীর বিপুল শোভা দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইল—সংসার দুঃখময়, কেবল এই জাহ্নবীর শীতল বারিরাশির মধ্যে শয়নই সুখের—তাঁহার মনে হইল—তিনি শুনিয়াছিলেন, যে তাঁহার স্বামী একদিন প্রাতে গঙ্গাস্নান উপলক্ষ করিয়া বাহির হইয়াছিলেন, আজিও ফেরেন নাই,—তিনি মনে মনে বলিলেন, আমিও ফিরিব না। পরে দুই এক পদ অগ্রসর হইয়া শীতল বারিরাশির মধ্যে অবগাহন করিলেন, বক্ষ সমান জলে ডুবিল, ভাবিলেন,—আমার চেয়ে দুঃখী কে আছে? আমি মরি না কেন? আমার বাঁচিয়া সুখ কি? আবার ভাবিলেন,—আমার স্বামী জীবিত আছেন, কিছুদিন পরে আসিলেও আসিতে পারেন। কিন্তু আসিলে কি হইবে, তিনি কি আর আমাকে গ্রহণ করিবেন? না—আমি মরিব। আবার ভাবিলেন, মরিব না।

বাঁচিয়া থাকিলে যদি কখন তাঁহাকে দেখিতে পাই, মরিলে আর দেখিতে পাইব না। তিনি যদিও আমাকে চান না, কিন্তু আমি তাঁহাকে ভিন্ন আর কাহাকেও চাই না। তিনি আমার হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার হইয়াছিলাম—বিবাহের পূর্ব্বাবধিই তাঁহাকে ভাল বাসিতাম,—বিবাহের পূর্ব্বেই তাঁহার হইয়াছিলাম,—আজিও তাঁহারি আছি,—কিন্তু তিনি আজিও আমার হলেন না—একি কম দুঃখ? জানি না—পরমেশ্বরের এ কি বিড়ম্বনা! ইন্দু চন্দ্রের দিকে চাহিল—চন্দ্র হাসিতেছে, নদীর দিকে চাহিল—তরঙ্গিণী নাচিতেছে—হাসিতেছে, ছোট ছোট ঢেউগুলিন আমোদে এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে। জগৎ নীরব—চন্দ্র, তারা, আকাশ সকলই হাসিতেছে—জগৎ হাসিতেছে। ইন্দুবালার এ সকল কিছুই ভাল লাগিল না, তাঁহার চক্ষে সংসার বিষময় বলিয়া বোধ হইল—রসপূর্ণা তরঙ্গিণী নীরস বলিয়া বোধ হইল। তিনি ভাবিলেন, এ সুখের সংসারে আমার অধিকার নাই, যাহার সুখ ফুরাইয়াছে, তাহার আবার সুখে ইচ্ছা কেন? আমি মরিব। পরে ইন্দু আপনার রূপের বিষয় ভাবিল,—ভাবিল আমি যদি সুন্দরী হইতাম, তাহা হইলে আজ এই নিশীথে ডুবিয়া মরিতে আসিতে হইত না। আচ্ছা, আমি কি এতই কুৎসিত, যে তাঁহার মনে ধরিল না।" আমরা বলি, ইন্দু কখনই কুৎসিত নয়, তবে যে কেন তাঁহার স্বামীর মনে ধরেনি বলিতে পারি না। এক জন সুবিজ্ঞ লেখক বলিয়াছেন, "রূপ—রূপবান বা রূপবতীতে নাই, রূপ দর্শকের মনে—। তাহা

না হইলে, একজনকে সকলেই সমান- রূপবান দেখে না কেন?" হয় ত তুমি যাহাকে সুন্দর দেখ, আমি তাহাকে কুৎসিত দেখি, তুমি যাহাকে কুৎসিত দেখ, আমি তাহাকে সুন্দর দেখি। ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, যে রূপ আর কিছুই নহে, দ্রষ্টার মানসিক বিকার মাত্র! ইহাতেই বোধ হইতেছে; ইন্দুবালা কুৎসিত না হইলেও তাঁহার স্বামীর চক্ষে কুৎসিত হইয়াছিলেন।

যাই হোক্ নিশিকান্ত (ইন্দুবালার স্বামী) কাঁচা ছেলে, অত শত না বুঝিয়া একটী অবলাকে মজাইয়াছেন, আমাদের মত সুবিজ্ঞ লোকের নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে আসিলে, আমরা বলিতাম, 'বাপু! একটু ভাল করিয়া চাহিয়া দেখ, ইন্দুবালা কুৎসিতা নয়, রূপের কথা ছাড়িয়া দাও,—গুণ দেখ।' তাহা সে জিজ্ঞাসা করিতে আইসে নাই, সুতরাং ঠকিয়াছে। সার কথা—ইন্দুবালা পরমা সুন্দরী—তপ্ত কাঞ্চন গৌর কান্তি, এমন আর হবে না—তাও নয়; মসীবর্ণা কুরূপাও নয়—আহাও নয়—ছিছিও নয়—ছিছি ত কখনই না। ইন্দুবালার মুখকান্তি মধুরিমাময়,—বেশী কথায় কাজ নাই, ইন্দুবালার দোষের মধ্যে এই—যে বর্ণ ঈষৎ মলিন, সে কোন কাজেরি নয়। উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গিনী পদ্মপলাশ লোচনা, হাসিমাখা—হাসি সর্ব্বদাই অধরপ্রান্তে হাসিত—কিন্তু সে হাসি আজ কাল লুকাইয়া ছিল। চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকা ইন্দুবালা মাধবীলতার ন্যায় সমীরণভরে দুলিত—ইন্দুবালা সুন্দরী, তবে বর্ণ কিছু মলিন হওয়ায় পূর্ব্বে এত রূপ মাধুরি ছিল না, ক্রমে যৌবন-

বসন্ত-হিল্লোলে কমল-কলিকা ফুটিয়াছিল,—কিন্তু ফুটিলে কি হইবে—বৃথা হইল। এখন যদি রূপের ভিখারী নিশিকান্ত এ রূপ দেখেন, তাহা হইলে কি ইহার পদপ্রান্তে পড়েন না? যাই হোক্, বালিকা আপনার অদৃষ্ট ভাবিয়া আর থাকিতে পারিলেন না,—ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলেন,—মরিতে স্থিরনিশ্চয় হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন ও ক্ষণে ক্ষণে জাহ্নবীর বিপুল শোভা দেখিতে লাগিলেন—দেখিলেন অনন্ত সলিলা জাহ্নবী তর তর বেগে ধূমপ্রান্তে মিশাইতেছে—বালিকা স্থিরনেত্রে উহাই দেখিতে লাগিলেন। হঠাৎ দাঁড়ের ঝপ্ ঝপ্ শব্দ শুনিতে পাইয়া এদিক ওদিক দেখিতে লাগিলেন—দেখিলেন—একখানি ক্ষুদ্র তরণী তীরবেগে ছুটিয়া আসিতেছে। তিনি ভাবিলেন, এখন ডুবিলে—ইহারা দেখিলেও দেখিতে পারে, এই ভাবিয়া স্থিরনেত্রে সেই তরীখানির প্রতি দেখিতে লাগিলেন। নৌকাখানি নক্ষত্র-বেগে আসিতেছিল, কিছুদূর আসিয়া নৌকার বেগ কমিল। ক্রমে নৌকাখানি বালিকার নিকটবর্ত্তী হইলে তিনি দুই এক পদ পিছাইলেন। কারণ, দেখিলেন—নৌকা একখানি জালিবোট মাত্র। তাহাতে চার পাঁচ জন মনুষ্য বসিয়া আছে। উহা-দের মধ্য হইতে কে একজন জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া-ছিল। বালিকার সন্দেহ হইল, তিনি ঘাটের উপর উঠিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু উপরে উঠিতে না উঠিতেই জলের ভিতর হইতে কে তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিল, তিনি বুঝি-লেন মনুষ্য হস্ত, কোন প্রকার জলজন্তু নয়—ইহা বুঝিয়া

বলিলেন--"কেও ছেড়ে দাও" বলিতে বলিতে একজন বিকটাকার মনুষ্য গঙ্গাগর্ভ হইতে উঠিয়া একখানি বস্ত্র দ্বারা বালিকার মুখবন্ধন করিবার পূর্ব্বেই বালিকা চীৎকার করিয়া উঠিলেন, সেই রোদনধ্বনি নৈশাকাশে না মিশাইতেই পাষণ্ড—সরলা অবলার মুখবন্ধন করিয়া নৌকায় তুলিল। তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর, আকাশের পূর্ণচন্দ্র অল্প অল্প মেঘাবৃত হইতেছিল। ক্রমে ক্রমে অল্প মেঘাড়ম্বর হইয়া পূর্ণিমার রজনীতে পৃথ্বী মসীময়ী করিতে লাগিল। বায়ু কিছু বেগে আসিল—নদীর বক্ষ ঈষৎ চঞ্চল হইল। দস্যুদিগের মধ্যে এক জন বলিল, "এটা গ্রামের ধার, নৌকা খুলিয়া দাও" দস্যুরা নৌকা খুলিয়া দিল, ভালি নৌকা মূর্চ্ছিতা যুবতীকে বক্ষে করিয়া তীরবেগে দুলিতে দুলিতে ছুটিল।

——oo——

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে—শরৎকাল—আকাশ কখন নির্ম্মল হইতেছে, কখন মেঘাবৃত হইতেছে, কখন কখন দুই এক পশলা বৃষ্টিও হইতেছে, এমন সময় গোবিন্দপুরের একটি গভীর অরণ্য পথ অতিবাহিত করিয়া এক জন যুবক আলস্য পাদবিক্ষেপে আসিতেছিলেন। যুবকের বয়স অনুমান ২১। ২২ বৎসর দেখিতে বেশ সুশ্রী দেখিলেই কিছু লম্পট

স্বভাব বলিয়া বোধ হয়, হস্তে একটি ব্র্যাণ্ডির বোতল, বেশ ভূষার কিছু পারিপাট্য নাই, তবে অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। যুবক যে পথ দিয়া আসিতেছিলেন, তাহা অতিক্রম করিয়া একটি সুঁড়ি পথ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন, পথের দুই ধারে বড় বড় বৃক্ষ থাকাতে পথটি অত্যন্ত সংকীর্ণ হইয়াছিল সুতরাং পথিকের উত্তরীয় বৃক্ষশাখাতে সংলগ্ন হওয়ায় আলস্য পাদবিক্ষেপের আধিক্য প্রদান করিতেছিল, পথিক সে পথ কোন ক্রমে অতিক্রম করিয়া একটি বৃহৎ দীর্ঘিকার ধারে আসিয়া বসিলেন। দীর্ঘিকাটি অতি বিস্তৃত—জল অতি স্বচ্ছ ও গভীর। দীর্ঘিকার গভীর জলে কুমুদ কহ্লার রক্ত-কমল ও নানাবিধ জলজ পুষ্প ভাসিতেছে, গভীর জল হিল্লোলে পুষ্প গুলিণ নাচিতেছে, মৃদু সমীরণ ভরে সরোবরের বক্ষ ঈষৎ চঞ্চল হইতেছে—স্থানে স্থানে জলচর পক্ষীগণ সুন্দর জলে জলক্রীড়া করিতেছে, স্থানটী বড় রমণীয়। চারি পার্শ্বে নিবিড় বন, এই সকল বনের মধ্য দিয়া গ্রামে যাইবার পথ, গ্রামে যাইবার অন্যান্য পথও আছে, তবে ইহার মধ্য দিয়াও যাওয়া যায়। সচরাচর এ বন্যপথ চাহিয়া কেহই যাইত না, কারণ অরণ্য অতি বৃহৎ ও জঙ্গলময় এ পথ দিয়া যাইলে অনেক অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। এ যুবক এ সকলি জানিতেন, কারণ তিনি গোবিন্দপুর নিবাসী ও এই সুবিস্তৃত ভীষণ অরণ্যের নামও "গোবিন্দপুরে জঙ্গল" এই হেতু তাঁহার জানিবার বিশেষ সম্ভাবনা; কিন্তু তিনি জানিয়া শুনিয়াও এ বনে কেন আসিয়াছেন, তাহা আমরা বিশে

বলিতে পারি না। অনুমানে বোধ হয়, বেকাসের (Bacchus) প্রসাদভোগী হইয়া ব্রিটিস স্পীরিট (British spirit) লাভ করতঃ এই বন কাটিয়া কি প্রকারে জমীদারী পত্তন করিবেন, তাহাই বোধ হয় দেখিতে আসিয়া থাকিবেন। যাহা হউক, যুবক দীর্ঘিকার ধারে বসিয়া এক সিপ্ ব্রাণ্ডি টানিয়া আপনার মনের সুখ জগতে প্রকটিত করিবার অভিপ্রায়ে গান ধরিলেন। গানটী কি তাহা আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি নাই, তবে যাহা বুঝিয়াছি, তাহার অবিকল উদ্ধৃত করিতেছি;—

" ভাব্‌তে পারিনা পরের ভাবনা লো—
প্রাণ কেন গেলো না।
খোঁপায় লাগায়ে ফুল, বর আস্‌চে কতদূর,
হল্‌দে হল্‌দে হল্‌দে ফুল———"

এই জয়দেব-রচিত-গীত-বিনিন্দিত গীতধ্বনি কেহই শুনিতে পাইতেছিলন না, কেবলমাত্র তাঁহার সন্নিহিত বৃহৎ নিম্ব তরুর ডালে বসিয়া একটী কোকিল মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিতেছিল। যখন গায়কের অজ্ঞাতসারে দুষ্ট কোকিল পক্ষী তাঁহার গীত রচনার পারিপাট্য বুঝিতেছিল, সেই সময় দীর্ঘিকার অপর প্রান্তে একটী যুবতী ইাটু ভোর জলে নামিয়া ছোট ছোট সুন্দর হস্ত পদ ধৌত করত কমল মুখে জলসিঞ্চন করিয়া দীর্ঘিকার পাড়ের উপর গিয়া বসিলেন—তৃণময় পাড় হাসিয়া

উঠিল। সুন্দরীর মুখমণ্ডল শিশির ধৌত পদ্মবৎ শোভা পাইতে লাগিল। নিম্বশাখারূঢ় কোকিল তাহা দেখিতে পাইয়া ডাকিয়া উঠিল—কু—উ——। এ কু—উ শব্দের অর্থ কি তাহা আমরা বলিতে পারি না—বালিকাটী যে ভাবে বসিয়া আছেন, তাহা দেখিলে হৃদয়ে ব্যথা পাইতে হয়। দেখিলে বোধ হয় বালিকাটী কোন বিষম দুঃখে দুঃখিতা সভয়ে চারিদিকে দেখিতেছেন, যেন কোথায় আসিয়াছেন কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না, মন হু হু করিতেছে—হৃদয়-কবাট বক্ষের দ্বারে সজোরে আঘাত করিতেছে। এরূপ দুঃখের সময় দুষ্ট কোকিলের কুহুরব আমরা বুঝিতে অক্ষম—তবে বোধ হয় কোকিল অত শত না বুঝিয়া সুন্দরীর মুখ-কমলের সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়াই ডাকিয়া থাকিবেক—কু—উ——। যাই হউক এতক্ষণ আকাশে দুই একখানা কাল মেঘ ছুটিয়া বেড়াইতে ছিল,—ক্রমশ মেঘের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ক্রমে একখানা দুইখানা তিন খানা করিয়া কাল মেঘে সমস্ত আকাশ ঢাকিল দীঘির জল আরো কাল হইল, বৃক্ষ সকল ঘন শ্যামলচ্ছবি ধারণ করিল, ক্রমে বায়ু উঠিল—দীর্ঘিকার জল ঈষৎ চঞ্চল হইল—বালিকা কাতর নয়নে স্বভাবের গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন, আর ভাবিলেন—কি করি, কোথায় যাই?—মেঘ ডাকিল—বায়ু গর্জ্জিল তৎসঙ্গে সঙ্গে অরণ্যস্থ তাল, তমাল, বকুল, নারিকেল, ঝাউ, ইত্যাদি বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ সকল হুঙ্কার করিয়া বলিল "কোথা যাবে?" বালিকা ভাবিলেন—ভয় কি? না হয় এই দীর্ঘি-

কার জলে ডুবিয়া মরিব—আবার ভাবিলেন—না মরিব না—আমার কুটিল অদৃষ্টের পথ গামিনী হইব—দেখিব আমার অদৃষ্টে কত যন্ত্রনা আছে। অপর সাধারণ বালিকার ন্যায় এই বালিকাটী ভীরু নহেন, ইনি সাহসী, বুদ্ধিমতী ও স্থির প্রতিজ্ঞ। বালিকা এই রূপ আপনার অদৃষ্টের বিষয় ভাবিতে লাগিলেন। ক্রমে বন ভূমি অন্ধকার হইয়া আসিল, কিন্তু বায়ুর গর্জ্জন ক্ষণেক থামিল, দীর্ঘিকার অপর পার্শ্বস্থ যুবকের চমক হইল, তিনি দেখিলেন—একটু একটু যেন মেঘ করিয়াছে, কি জানি যদি বৃষ্টিই আসে, ইহা ভাবিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, দাঁড়াইবা মাত্র তাঁহার চক্ষু অপর প্রান্তস্থ যুবকের চক্ষের উপর পতিত হইল—বালিকা চমকাইয়া উঠিলেন, যুবককে চিনিলেন, তাঁহার আরো ভয় বাড়িল, কিন্তু ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে একটু আশারও সঞ্চার হইল। বালিকার একটী বিষেষ গুণ এই যে, তিনি যাহাকে এক বার দুই চক্ষে দেখিতেন, তাহাকে আর ভুলিতেন না। বালিকা চিনিলেন যে যুবক এক জন তাঁহার কুসুমপুরের প্রতিবাসী এবং বাল্য কালে এই যুবক তাঁহার প্রেমের ভিখারি হন, কিন্তু তিনি কখন যুবককে হৃদয়ে স্থান দেন নাই—যুবককে সহোদরের ন্যায় ভালে বাসিতে আরম্ভ করাতেও উহাঁর সহিত সেই অবধি এক প্রকার কথা বার্ত্তা বন্ধ করাতে যুবক তাহায় ভগ্নোদ্যম হইয়া আর বিবাহও করেন নাই, ও অত্যন্ত মনের দুঃখে ছিলেন। বালিকার (নিশিকান্তের সহিত) বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইবার কিছু দিন পরেই যুবক বিবাগী হন, অদ্যাবধি আর গৃহে

প্রত্যাগমন করেন নাই। আজ পাঁচ বৎসরের পর এই বিজন অরণ্য মাঝে সেই যুবক তাঁহার সম্মুখীন হইয়াছেন দেখিয়া বালিকা ভয়বিহ্বলা হইলেন, ততোধিক বিস্মিতও হইলেন, যে অদৃষ্টের কি অভূতপূর্ব্ব ঘটনা! তাঁহার ভয়ের কারণ এই—যে কি জানি যদি সে বালিকাকে একেলা দেখিয়া কোনরূপ অত্যাচার করে। বালিকা এইরূপ ভাবিতেছেন ও স্থিরনেত্রে যুবককে দেখিতেছেন; যুবক সানন্দে তাঁহার নিকট আসিতেছিলেন—যুবক ইঁহাকে চিনিতে পারেন নাই—তিনি কেবল সুন্দরী যুবতী দেখিয়াই সানন্দে আসিতেছিলেন—আমোদে ব্র্যাণ্ডির বোতল ফেলিয়াই আসিতেছিলেন, যুবতী যুবককে কিছুদুর আসিতে দেখিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, ক্রমে মেঘাড়ম্বরের আধিক্য হইতেছিল, পুনরায় বায়ু গর্জ্জিল, যুবতী অগত্যা সাহসে ভর করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। যুবক যুবতীর সন্নিহিত হইয়া থমকাইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার নেশার উন্মত্ততা কমিল, মন কি জানি কি যেন এক প্রকার হইয়া উঠিল, তিনি যুবতীর হস্তধারণ করিয়া বলিলেন, "তুমি কি ইন্দু?" ইন্দুবালা যুবকের হস্ত ছাড়াইয়া দুই এক পদ পশ্চাৎ হাটিলেন—তাঁহার মস্তক ঘুরিল—সাহসে নির্ভর করিয়া বলিলেন—"যোগেন্দ্র! তুমি আজিও আমায় ভোলোনি?" যোগেন্দ্র পুনরায় ইন্দুর হাত ধরিতে যাইতে ছিলেন, কিন্তু যুবতী সরিয়া গেলেন, তাঁহার মুখমণ্ডল আরক্ত হইল। যোগেন্দ্র বলিলেন—"দেখ ইন্দু! তোমাকে আমি বাল্যকাল

হইতে ভালবাসি, তুমি ও পূর্ব্বে ভালবাসিতে, কিন্তু যে ইস্তক জানিলাম তুমি আর আমায় ভালবাস না, সেই দিন অবধি এক প্রকার সর্ব্বত্যাগী হইয়াছি, কোথাও মন তিষ্ঠে না, দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি, সুরাপায়ী হইয়াছি, কিন্তু আজ পাঁচ বৎসরের পর যদি বিধাতা তোমাকে মিলাইয়াছেন———!' ইন্দুবালা বলিলেন—"শুন যোগেন্দ্র! আমি তোমাকে সহোদরের ন্যায় ভাল বাসিতাম, কিন্তু তুমি অতি মূর্খ! তাহা না বুঝিয়া তুমি আমার প্রণয়ার্থী হইয়াছিলে—দেখিতেছি, এখন তাহাই আছ, তুমি সে আশা ত্যাগ কর, তোমাকে আমি এখনো ভালবাসি, কিন্তু সে ভালবাসা আর কিছুই নয়, ভগ্নীর সহোদরের প্রতি যে ভালবাসা, তোমার প্রতি আমারও সেই ভালবাসা বরাবর ছিল, এখনও আছে—চিরকাল থাকিবেও——কিন্তু তোমার এক কথায় আমার সে ভালবাসাও ঘুচিবে, যোগেন্দ্র! একবার বল তুমি আমায় কনিষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় ভালবাসিবে?" যোগেন্দ্র বলিলেন "ইন্দুবালা! এখনও কি তোমার মনের ভাব সেই রূপই আছে? কি আশ্চর্য্য! তোমার কি আমার এরূপ অবস্থা দেখিয়া দুঃখ হইতেছে না?" ইন্দুবালা বলিলেন "যোগেন্দ্র! তুমি অতি নিষ্ঠুর, তুমি কি আমার অবস্থা দেখিতে পাইতেছ না? তুমি অতি ভোগবিলাসী, আমাকে দেখিয়াই তুমি ক্ষিপ্ত হইয়া ছুটিয়া আসিলে, কিন্তু আমার এ দুরবস্থার বিষয় ভুলেও জিজ্ঞাসা করিলে না?" যোগেন্দ্র সুন্দরী যুবতী দেখিয়াই দৌড়িয়া আসিয়াছেন, প্রথমে চিনিতে

পারেন নাই, পরে যখন চিনিলেন যে যুবতী তাঁহার শৈশবসহচরী 'ইন্দুবালা' তখন সেই বদ্ধমূল বাল্য-প্রেমর সুকোমল ভাবে তাঁহার হৃদয় পরিপূরিত হইল, তিনি সেই ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া যুবতীর বর্ত্তমান অবস্থার কোন প্রসঙ্গ না তুলিয়া তাঁহার হস্ত ধারণ করত নিজ মনোভাব বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইন্দুবালা তাঁহার এ চৈতন্যটুকু জন্মাইয়া দেওয়ায় তিনি কিছু অপ্রতিভ হইলেন, কিন্তু মনের চাঞ্চল্য বশতঃ সে লজ্জা তাঁহার মন হইতে তৎক্ষণাৎ অপসৃত হইল। তিনি বলিলেন—'ইন্দুবালা! আমাকে মাপ কর, আমি তোমাকে দেখিবামাত্র জ্ঞানশূন্য হইয়াছিলাম—এখনও আছি, ইন্দুবালা! চল গৃহে চল, সকল কথা শুনিব।"

ইন্দু। আমার আবার গৃহ কোথায়?

যোগে। কেন ইন্দু? আমার যখন থাকিবার স্থান আছে, তখন তোমারও আছে——

ইন্দু। তোমার থাকিবার স্থান কোথায়?

যোগে। গোবিন্দপুরে।

ইন্দু। যোগেন্দ্র! আমি নিঃসহায়া অবলা, আমাকে আশ্রয়দিয়া বাঁচাইবে?

যোগে। কেন ইন্দু! এসো তোমায় বক্ষে করিয়া লইয়া যাই——

ইন্দু। ঐ কথার জন্যই আমি বলিতেছিলাম—তুমি আমাকে কনিষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় ভাল বাসিলে আমি তোমার সঙ্গে যাইতে

হইতে ভালবাসি, তুমি ও পূর্ব্বে ভালবাসিতে, কিন্তু যে ইস্তক জানিলাম তুমি আর আমায় ভালবাস না, সেই দিন অবধি এক প্রকার সর্ব্বত্যাগী হইয়াছি, কোথাও মন তিষ্ঠে না, দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি, সুরাপায়ী হইয়াছি, কিন্তু আজ পাঁচ বৎসরের পর যদি বিধাতা তোমাকে মিলাইয়াছেন———।' ইন্দুবালা বলিলেন—"শুন যোগেন্দ্র! আমি তোমাকে সহোদরের ন্যায় ভাল বাসিতাম, কিন্তু তুমি অতি মূর্খ! তাহা না বুঝিয়া তুমি আমার প্রণয়ার্থী হইয়াছিলে—দেখিতেছি, এখন তাহাই আছ, তুমি সে আশা ত্যাগ কর, তোমাকে আমি এখনো ভালবাসি, কিন্তু সে ভালবাসা আর কিছুই নয়, ভগ্নীর সহোদরের প্রতি যে ভালবাসা, তোমার প্রতি আমারও সেই ভালবাসা বরাবর ছিল, এখনও আছে—চিরকাল থাকিবেও——কিন্তু তোমার এক কথায় আমার সে ভালবাসাও ঘুচিবে, যোগেন্দ্র! একবার বল তুমি আমায় কনিষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় ভালবাসিবে?" যোগেন্দ্র বলিলেন "ইন্দুবালা! এখনও কি তোমার মনের ভাব সেই রূপই আছে? কি আশ্চর্য্য! তোমার কি আমার এরূপ অবস্থা দেখিয়া দুঃখ হইতেছে না?" ইন্দুবালা বলিলেন "যোগেন্দ্র! তুমি অতি নিষ্ঠুর, তুমি কি আমার অবস্থা দেখিতে পাইতেছ না? তুমি অতি ভোগবিলাসী, আমাকে দেখিয়াই তুমি ক্ষিপ্ত হইয়া ছুটিয়া আসিলে, কিন্তু আমার এ দুরবস্থার বিষয় ভুলেও জিজ্ঞাসা করিলে না?" যোগেন্দ্র সুন্দরী যুবতী দেখিয়াই দৌড়িয়া আসিয়াছেন, এখন তিনিতে

পারেন নাই, পরে যখন চিনিলেন যে যুবতী তাঁহার শৈশব-সহচরী 'ইন্দুবালা' তখন সেই বদ্ধমূল বাল্য-প্রেমর সুকোমল ভাবে তাঁহার হৃদয় পরিপূরিত হইল, তিনি সেই ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া যুবতীর বর্ত্তমান অবস্থার কোন প্রসঙ্গ না তুলিয়া তাঁহার হস্ত ধারণ করত নিজ মনোভাব বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইন্দুবালা তাঁহার এ চৈতন্যটুকু জন্মাইয়া দেওয়ায় তিনি কিছু অপ্রতিভ হইলেন, কিন্তু মনের চাঞ্চল্য বশতঃ সে লজ্জা তাঁহার মন হইতে তৎক্ষণাৎ অপসৃত হইল। তিনি বলিলেন—'ইন্দুবালা! আমাকে মাপ কর, আমি তোমাকে দেখিবামাত্র জ্ঞানশূন্য হইয়াছিলাম—এখনও আছি, ইন্দুবালা! চল গৃহে চল, সকল কথা শুনিব।"

ইন্দু। আমার আবার গৃহ কোথায়?

যোগে। কেন ইন্দু? আমার যখন থাকিবার স্থান আছে, তখন তোমারও আছে——

ইন্দু। তোমার থাকিবার স্থান কোথায়?

যোগে। গোবিন্দপুরে।

ইন্দু। যোগেন্দ্র! আমি নিঃসহায়া অবলা, আমাকে আশ্রয় দিয়া বাঁচাইবে?

যোগে। কেন ইন্দু! এসো তোমায় বক্ষে করিয়া লইয়া যাই——

ইন্দু। ঐ কথার জন্যই আমি বলিতেছিলাম—তুমি আমাকে কনিষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় ভাল বাসিলে আমি তোমার সঙ্গে যাইতে

পারি, তাহা যদি না কর, তবে এই দীর্ঘিকার জলে ডুবিয়া মরিব।

এই সময় পুনরায় বায়ু গর্জ্জিল, কালমেঘ গাঢ়, গাঢ়তর, গাঢ়তম হইয়া আসিল, গাছপালা সন্ সন্ শব্দে দুলিল। যোগেন্দ্র ভাবিলেন, আপাততঃ যে কোন প্রকারেই হউক গৃহে লইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য, আর বেশী পেড়াপিড়িতে কাজ নাই, পরে যা হয় হবে। বিশেষ এখানে আর অপেক্ষা করাও উচিত নহে, কেন না ঝড় এলো বলে, গ্রামও এখান থেকে বড় অল্প দূর নয়, এ স্থানও বড় ভয়ানক এইরূপ ভাবিয়া বলিলেন, "ডুবিয়া মরিতে হইবেনা, আমার সহিত এস" যুবতী স্থির করিলেন, এখন উহার সঙ্গে যাই, পরে সুবিধামত পাশ কাটিব এবং এরূপ কৌশলও করিব, যাহাতে আমার প্রতি কোনরূপ অত্যাচার না করিতে পারে, তবে যদি একান্তই অত্যাচার নিবারণ করিতে না পারি, তাহা হইলে উহার সম্মুখেই মরিব। এই সিদ্ধান্ত করিয়া বলিলেন "যোগেন্দ্র! চল তোমার গৃহে যাই, তোমার এ অবস্থা দেখিয়া আমার দুঃখ হইতেছে, যদিও আমি নিতান্ত দুঃখী কিন্তু তুমি আমারি জন্য ততোধিক দুঃখী, চল গৃহে চল।

যোগেন্দ্র মনে করিলেন এত দিনের পর বিধাতা আমার প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিলেন ইহা ভাবিয়া সানন্দে বলিয়া উঠিলেন—"ইন্দু! দাঁড়াও আমি আসিতেছি—ব্র্যাণ্ডির বোতলের আকর্ষণীশক্তি যোগেন্দ্রকে টানিতেছিল—যোগেন্দ্র বলিলেন—আমি একটা বিশেষ দ্রব্য ওদিকের পাড়ের উপর ফেলিয়া

আসিয়াছি, লইয়া আসিয়া এই দিক দিয়াই যাইব, এই দিক দিয়াই গোবিন্দপুরে যাইতে হয়—তুমি একটু দাঁড়াও। যুবতী বলিলেন—তুমি শীঘ্র আইস আমি একটু জল খাই—বড় তৃষ্ণা পাইয়াছে বাস্তবিক যুবতীর বুক ঢুঢ় ঢুঢ় করিতেছিল—তৃষ্ণাও পাইয়াছিল। যোগেন্দ্র দ্রুতপদে যাইতেছিলেন—হঠাৎ দীর্ঘিকাতে কোন গুরু পদার্থের পতন শব্দ তাঁহার কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল, তিনি ফিরিয়া দেখিলেন, যাহা দেখিলেন তাহাতে তিনি অবাক হইলেন—দেখিলেন জলে ইন্দুবালার বস্ত্রের কিয়দংশ ভাসিতেছে—পাড়ের উপর ইন্দুবালা নাই—সর্ব্বনাশ। প্রবল বেগে বায়ু উঠিল—মেঘ গর্জ্জিল, দীর্ঘিকার জল তোলপাড় করিতে লাগিল—ক্রমে এ রূপ অন্ধকার হইয়া আসিল যে দিবসে পৃথী ঘনান্ধতমোময়ী হইল—ক্রমে দুই এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। যোগেন্দ্র হতশ্বাস হইয়া দীর্ঘিকার দিকে ক্ষণেক চাহিয়া রহিলেন চাহিয়া চাহিয়া তাঁহার ভর বৃদ্ধি হইল, তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া ব্র্যাণ্ডির বোতল লইয়া তাহার গর্ভস্থ সমুদয় তরল পদার্থ টুকু একেবারে উদরস্থ করিলেন, তৎক্ষণাৎ তাহার প্রসাদে চিত্তের আশু প্রফুল্লতা জন্মিল তিনি বলিলেন—ও আমার হলো না—যেতদাও, বলিয়া বোতল সুন্দরীকে জলে নিক্ষেপ করিয়া দ্রুতপাদবিক্ষেপে টলিতে টলিতে নিবিড় অরণ্য পথ বাহিয়া চলিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে একবার অরণ্য মধ্যে ঝোপের অন্তরালে চকিতের ন্যায় একটী ঈষৎ ধবল পদার্থ দেখিতে পাইলেন—মনুষ্য মূর্ত্তি বলিয়া বোধ হইল—কিন্তু বনভূমি, মসীময়ী

বলিয়া প্রকৃত ঠাওর হইল না। সেই সময় বৃষ্টি কিছু গুরুতর বেগে আসিল, যোগেন্দ্র মনুষ্য মূর্ত্তিকে ভূতযোনি ভ্রমে ভীত হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে লাগিলেন। পরে বনভূমি, অতিক্রম করিয়া গ্রাম্য পথ বাহিয়া ভিজিতে ভিজিতে পড়িতে পড়িতে মদিরার সুখভোগ করিতে করিতে চলিলেন। ঝড় বৃষ্টিতে বিশ্ব তোলপাড় করিতে লাগিল।

—oo—

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি প্রায় ৮টা বাজিয়া গিয়াছে। ঝড় বৃষ্টি এক প্রকার থামিয়াছে, আকাশ এখন সম্পূর্ণ নির্ম্মল হয় নাই, দুই এক খানা সাদা মেঘ আকাশে ছুটিয়া বেড়াইতেছে ও এক এক বার চাঁদকে ঢাকিয়া ফেলিতেছে—একটি ঝোপের অন্তরাল হইতে ইন্দুবালা—অর্দ্ধ বসনা নিঃসহায়া ইন্দুবালা বাহির হইলেন। ইন্দুবালা দীর্ঘিকার জলে ঝাঁপ দিয়া পড়েন নাই। এক খানি ইষ্টক খণ্ডে বস্ত্রাংশ ছিন্ন করিয়া অল্প জড়াইয়া জলে নিক্ষেপ করতঃ বৃক্ষান্তরালে লুকাইত ছিলেন, ইহাতেই যোগেন্দ্রের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন। ঝড় বৃষ্টি থামিলে সেখান

হইতে বাহির হইলেন, কাতর নয়নে চতুর্দ্দিকে দেখিতে দেখিতে বাহির হইলেন, বৃষ্টির জলে সমস্ত শরীর ভিজিয়া গিয়াছে, কে মুছাইয়া দিবে! কোথায় যাইবেন কি করিবেন ইহাই ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন, সম্মুখে যে পথ দেখিলেন তাহাই অতিবাহিত করিয়া চলিলেন সে সকল পথ গোবিন্দ পুরের দিকে চলিয়াছে, সেখান দিয়া যাইলে গোবিন্দপুরে গিয়া পড়িবেন তাহা হইলে যোগেন্দ্রের চক্ষে পড়িতে পারেন ইহা না ভাবিয়াও চলিলেন। বনভূমি নিস্তব্ধ—কেবল মাত্র মধ্যে মধ্যে শমিতপ্রায় বায়ুর ক্ষণিক গর্জ্জন, বৃক্ষতলস্থ বর্ষা জলে বৃক্ষ পত্রচ্যুতবারিবিন্দুর পতন শব্দ, পথিস্থ অনিস্থত জলে শৃগালের পদ সঞ্চার শব্দ, ঝিল্লিরব মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিলে শুনা যায় অশ্রান্ত রব করিতেছে—ইন্দুবালা এই সকল শুনিতে শুনিতে সভীত চিত্তে জলকর্দ্দম পরিপূর্ণ পথ অতিবাহিত করিয়া চলিলেন। ক্রমে বায়ু নিস্তব্ধ হইল আকাশ নির্ম্মল হইয়া আসিল—আকাশে চাঁদ হাঁসিল তৎ সঙ্গে সঙ্গে জগৎও হাসিয়া উঠিল—ইন্দুবালা তাঁহার কুটিল অদৃষ্টের পথ গামিনী হইয়া চলিলেন। যাইতে যাইতে তাঁহার পশ্চাতে মনুষ্য কণ্ঠ ধ্বনি শুনিলেন, শরীর রোমাঞ্চিত হইল তবে বিশেষ ভয় হইল না, কারণ তিনি স্ত্রী কণ্ঠধ্বনি শুনিয়াছিলেন; পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, ভ্রম স্থির করিয়া চলিতে লাগিলেন। পুনর্ব্বার সেই কণ্ঠধ্বনি শুনিলেন, এইবার সভীত চিত্তে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন দেখিলেন একটী অস্পষ্ট লক্ষিত স্ত্রীমূর্ত্তি দ্রুতপাদবিক্ষেপে আসিতেছে ও মধ্যে

মধ্যে গলার শব্দ করিতেছে। স্ত্রীমূর্ত্তি ইন্দুবালার কাছাকাছি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল কেও গা দাঁড়িয়ে? ইন্দুবালা চমকাইয়া উঠিলেন—বলিলেন তুমি কে গা? উত্তর—আমি নিঃসহায়া—এই কথা বলিতে না বলিতে পশ্চাদাগতা স্ত্রীলোকটী আসিয়া ইন্দুর হস্ত ধরিয়া বলিল—"কি বল্লে! এ যে ইন্দুর গলা? আগতা স্ত্রীলোকটি আর কেহ নহে আমাদের পূর্ব্ব পরিচিতা ইন্দুবালার ধাত্রী—অনঙ্গ। ইন্দুবালার বাটি হইতে নিরুদ্দেশ হওয়ার দিন কয়েক পরেই সে স্বদেশে আসিতে ছিল —কারণ সেখানে থাকিতে তাহার আর ভাল লাগিল না—ও বহুকাল বাটিও আইসে নাই এই কারণেই বাটী আসিতে ছিল গোবিন্দপুরে তাহার বাটী—গোবিন্দপুরের পথে ইন্দুবালার সহিত দেখা হইল——

যখন অনঙ্গ আসিয়া ইন্দুর হাত ধরিল তখন ইন্দুবালা কাঁদিয়া উঠিলেন, বলিলেন কেও অনঙ্গ? অনঙ্গ দেখিল যথার্থই ইন্দুবালা তখন সেও কাঁদিয়া ফেলিল। উভয়ে ক্ষণেক কাঁদিয়া স্থির হইলে ইন্দুবালা পুনর্ব্বার কাঁদিতে কাঁদিতে পিতা, মাতা, ভগ্নী ও আর আর বাটীস্থ সকলের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন কিয়ৎক্ষণের জন্য নিজ অবস্থা ভুলিলেন স্ত্রীলোকটিকে অনঙ্গ বলিয়া চিনিবা মাত্র ইন্দুবালার বাটীর পূর্ব্ব কথা সমস্ত মনে পড়িল—তিনি বাটীর কথা সমস্ত শুনিয়া কিয়ৎক্ষণের জন্য নিজ দুঃখ ভুলিলেন। অনঙ্গ বলিল "মা! কেন এমন কর্লে? তোমার মনে এই ছিল, ভাল যা হক বাবা! বাপ মার মুখের দিকে এক বারও চাইলে না—আহা

তাঁরা ভেবে ভেবে সারা হয়ে গ্যাচেন—গা ধুয়ে আসি বলে বেরিয়ে এলে—আহা মুকুয্যে মশাই এ পুলিষ সে পুলিষে খবর দিলেন—কত খোঁজ খবর করলেন কিছুতেই কিছু হলো না—ইন্দু! তোর কি একটু মায়া হলো না—আমি যে এতটুকু তোকে মানুষ করেছিলুম, আমাকেও কাঁদিয়ে চলে আস্‌তে হয়—এই কথা বলিয়া অনঙ্গ কাঁদিয়া ফেলিল, ইন্দুও কাঁদিল —পরে অনঙ্গ বলিল, এখানে কেমন করে একলা এলে মা—আহা! তোমার এ দশা দেখে আমার যে প্রাণের ভিতর কি করচে তা অন্তর্যামি ভগবানই জান্‌চেন, তুমি কি জান্‌বে? পরে অনঙ্গ জিজ্ঞাসা করিল—ইন্দু! কেমন করে এখানে এলি, আর এখানেই বা কেন? ইন্দুবালা বলিলেন সকলি আমার অদৃষ্ট—মরিতে গিয়াছিলাম—পোড়া অদৃষ্টে মরণ নাই। অনঙ্গ বলিল—বালাই অমন কথা কি বল্‌তে আছে—শেঠের—বা—ইন্দুবালা বলিতে লাগিলেন—গঙ্গার পবিত্র জলে এ পাপ দেহ ডুবিল না—চার্ পাঁচ জন ডাকাত একখানা নৌকায় করে যাচ্ছিল—তারা বোধ হয় আমাকে দেখে, জলের মধ্যে আমি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলুম সেই দিকে নৌকা ভিড়োলে, তাদের মধ্যে এক জন জলে লাপিয়ে পড়্‌লো—আমি ঐ দেকে—অনঙ্গ বলিল—হাঁ ইন্দু! তা সে ডাকাতেরা কারা? ইন্দুবালার অতি দুঃখে একটু হাসি আসিল, কিন্তু তাহা তৎক্ষণাৎ ক্ষণপ্রভার ন্যায় দেখিতে না দেখিতেই অধরপ্রান্তে মিশাইয়া গেল। তিনি বিরক্তভাবে বলিলেন—"তা তারা কারা তা আমি কেমন করিয়া জানিব। ডাকাত এই মাত্র জানি, সে যা হোক্,

তার পর আমি ঐ দেখে ঘাটে উঠে আস্‌ছিলেম, এমন সময় জলের ভিতর থেকে যে জলে ঝাঁপ দিয়া পড়েছিলো সেই আমার পা জোড়িয়ে ধোর্‌লে, আমি চেঁচিয়ে উঠলুম, সে অমনি আমার মুখে কাপড় বেঁধে নৌকায় তুল্লে।"

অনঙ্গ বলিল—"ওমা! কেন? কি সর্ব্বনাশ! তোমার গায়ে তো এমন কিছু গয়না ছিল না, তুমি তো গয়না পর্‌তেই না, কেবল হাতে দুগাছা বালা, আর যশম ছিল, তা তার পর কি হলো?"

ইন্দু। তার পর আমি তো অজ্ঞান হয়ে নৌকায় গোড়্‌লুম—তার পর কি হলো জানি না, পরে যখন আমার জ্ঞান হলো, তখন দেখি যে বেলা প্রায় ৩টে কি ৪টে, আমার চারিদিকে বড় বড় গাছপালা——

অন। তার পর?

ইন্দু। তার পর আর কি! তারা আমাকে এই বনের মাঝে ফেলে গেছে, বালা যশম তো নিয়েইচে, কি ভাগ্যি যে কাপড়খানা খুলে নেয় নি—তাও নিতো, তবে যখন আমাকে নৌকায় তোলে, তখন তাদের মধ্যে এক জন টিটকারি করিয়া হাঁসিয়া ছিল, তাতে তাদের মধ্যেরি আর এক জন বোধ হয়—সর্দ্দার হবে—বলেছিলো—"খবরদার ভদ্রলোকের মেয়ে, কোন রকম অত্যাচার না হয়, সাবধান বল্‌চি—ও গুলো আমাদের সয় না, আর যা কর্‌তা কর" তাতেই বোধ হয় কাপড়খানা আছে। যখন ইন্দুবালা ও অনঙ্গে এইরূপ কথোপকথন চলিতেছিল, সেই সময় বনের

অদূরে একটা ডাকাতে হুঙ্কার হইল, অনঙ্গ সভয়ে রাম রাম দুর্গা দুর্গা অসুর অসুর করিয়া উঠিল ও ইন্দুকে বলিল—"মা! এ জায়গাটা ভাল নয়, আমার গা কেমন ছম্ ছম্ কচ্চে—চল আমার কুঁড়েয় চল, সেইখানে দুদিন থাক্‌বে, তার পর তোমাকে কুসুমপুরে রেখে আস্‌বো" এই বলিয়া অনঙ্গ কাঁদিতে কাঁদিতে একটি বুচ্‌কি হইতে একখানি পরিস্কার কালাপেড়েধুতি বাহির করিয়া ইন্দুকে পরাইয়া দিল। পরে ইন্দুবালা ও অনঙ্গ সেই বন্যপথ বাহিয়া চলিল, যাইতে২ ইন্দু অনঙ্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোর বাড়ীতে কে কে আছে? অনঙ্গ! তোর ছেলে আছে?

অনঙ্গ বলিল—'হায় মা! সে চিরকালই বিদেশে থাকে, বিদেশে চাকরি করে কি না! বাড়ি কি আস্‌তে পায়? কাজ করে খুব ভারি—তবে সংসারে কিছু টাকা কড়ি পাঠায় না, আর—এমন পুরুষ কেউ নাই। মেয়ের মধ্যে—একটী বউ, আমার পিসি আর নেপালের মা—তা তোমার কি মা! তোমাকে সবাই মার মতন করে মাথায় করে রাখবে, তোমাদের দৌলতেই ঘর বল কুঁড়ে বল যা বল সব।' ইন্দু বলিলেন—'তা নয়—তা নয়—তোর ছেলে কি ভারি কাজ করে?,

অন। খুব বড় কাজ মা! তা কর্‌লে কি হবে?

ইন্দু। তা কি বড় কাজ তুই জানিস্‌নে?

অন। শুনেচি—কল্‌কেতার দারোগার পেয়াদা নাকি?

এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে উভয়ে অনঙ্গের বাটীতে

পৌঁছিলেন। অনঙ্গের বাটী যাইয়া যুবতী এক প্রকার সুখে রহিলেন, অপর কোন দুঃখই হইল না। কারণ অনঙ্গের বাটীর সকলে তাঁহাকে দেবীপ্রতিমা অপেক্ষাও যত্নে রাখিয়াছিল, তবে তাঁহার দুঃনিবার্য্য মনাগুণ কে নিবাইবে? আরও এক দুঃখ ছিল—নিকটে ব্রাহ্মণকন্যা না থাকাতে স্বহস্তে পাক করিয়া খাইতে হইত। তাহাতে তিনি কিছুমাত্র কষ্ট বোধ করিতেন না—তিনি বলিতেন, স্বহস্তে পাক করিয়া খাইতে আমার বড় আনন্দ হয়—কিন্তু তাহা দেখিয়া অনঙ্গের বড় কষ্ট হইত। যাহা হউক, নিঃসহায়া অবলার এক প্রকার নিরাশ্রয়ের আশ্রয় জুটিল।

——oo——

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

———

প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, অল্প অল্প বেলাও আছে গাছের মাথায়, উচ্চ প্রাসাদোপরি, জানালার গায় অল্প অল্প রৌদ্র চিক্ চিক্ করিতেছে, নীলাকাশ স্পর্শ করিয়া দুই এক ঝাঁক পক্ষী উড়িয়া যাইতেছে, ক্রমে সান্ধ্য সমীরন কুসুম সুন্দরীকে চুম্বন করিয়া বঙ্গকুলকামিনীদিগের অলকদাম স্পর্শ করিয়া ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইল। মহেশপুরের একটি

মধ্যবিৎ দ্বিতল গৃহের এক প্রকোষ্ঠে একটি বিছানার উপর বালিস ঠেসান দিয়া একটি যুবতী কিঞ্চিৎ ক্ষীণস্বরে ডাকিল, "বিনোদ দিদি——বিনোদ দি——" বিনোদ দিদি প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "এখনো আলো দিয়ে যায়নি—দাসী মাগীদের সঙ্গে পারবার যো নাই, ও কুঁদি—কুঁদি—" (কুঁদির তখন ক্ষেমির সহিত বিষম বচসা হইতেছিল) অত না শুনিয়া বলিল—'কেরে ঐ কুঁদি—কুঁদি করে চেঁচা—' মতি দাসী দুর হইতে উহাদিগের বচসা শুনিতেছিল ও মধ্যে মধ্যে দুই এক হাত লইতেও কসুর করিতে ছিল না, এই হেতু সে উহাদের দুজনের ন্যায় জ্ঞানশূন্যা হয় নাই। মতির একটু চৈতন্য থাকাতে অর্দ্ধচাপাস্বরে বলিল—"দুর হ——কাকে কি বলিস্, বড় দিদি ঠাক্‌রুণ ডাক্‌চেন যে, যা-যা আলো দিয়ে আয়" বিনোদিনী পুনরায় ডাকাতে কুঁদি ও ক্ষেমির অকালে রণভঙ্গ হইল, যে যাহার কাজে গেল। কুঁদি আসিয়া পূর্ব্বোক্ত যুবতীর প্রকোষ্ঠে আলো দিয়া গেলে, যুবতী একখানি পুস্তক হাতে করিয়া পড়িবার উদ্দেশে উঠিয়া বসিলেন, দুই দশ লাইন পড়িয়া আর পড়িতে পারিলেন না, মাথা কিছু বেশী ব্যথা করিতে লাগিল, গা হাত কামড়াইতে লাগিল, যুবতীটি জ্বরগ্রস্থ—সন্ধ্যার পূর্ব্বে জ্বর ত্যাগ হইয়াছিল, শরীর কিঞ্চিৎ সুস্থ বোধ হওয়ায় পড়িতে উদ্যোম করিয়াছিলেন, কিন্তু পুনর্ব্বার জ্বর আসিল, পুস্তক বন্ধ করিয়া শুইলেন। যুবতীটী আর কেহ নহে, আমাদের পরিচিত ইন্দুবালা। ইন্দুবালার নিরাশ্রয়ের আশ্রয় যাহা জুটিয়াছিল, তাহাও

তাঁহার অদৃষ্টগুণে রহিল না। ইন্দু, অনঙ্গের বাটীতে কিছুদিন থাকিলে পর দৈবাৎ একদিন নিশিযোগে অনঙ্গের বাড়ীতে ডাকাত পড়িয়া ঘর দ্বার ছারখার করিয়াছিল, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ইন্দুবালা—চতুরা ইন্দুবালা দস্যুহস্তে পড়েন নাই। কৌশলক্রমে পলায়ন করিয়াছিলেন, পলাইয়া কোথায় যাইবেন! গভীর নিশীথে এক বৃক্ষমূলে শায়িতা ছিলেন, পরদিবস বেলা হইলে গ্রাম্যপথের ধারে বসিয়া কাঁদিতেছিলেন। ইন্দুবালার ভাগ্যক্রমে মহেশপুরের রমানাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় (এক্ষণে যাঁহার বাটীতে তিনি আছেন) কোন বিষয় কর্ম্মোপলক্ষে তাহার পূর্ব্বদিবস গোবিন্দপুরে আসিয়াছিলেন। রমানাথ বাবু স্ত্রীলোকটীকে ভদ্রবংশ সম্ভূতা নিঃসহায়া যুবতী দেখিয়া মাতৃসম্বোধনে তাঁহার এবম্বিধ অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ইন্দু, রমানাথ বাবুকে অতি দয়ালু ও সাধুব্যক্তি বিবেচনায় তাঁহার সমস্ত পূর্ব্ববৃত্তান্ত বলিলেন। রমানাথ বাবু দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া মহেশপুরের বাটীতে আনিলেন। বিশেষ রমানাথ বাবুর সংসারে স্ত্রীলোকও কম, তিনি ভাবিলেন, স্ত্রীলোকটী সদ্বংশ-সম্ভূতা ও সচ্চরিত্রা, অতএব তাঁহার কন্যা বিনোদিনীর সহিত একত্রে থাকিলে ভালই হইবে, বিশেষ মেয়েটি ব্রাহ্মণকন্যা—পরিবারের মধ্যে কর্ম্মকাজেরও সুবিধা হইতে পারে। ইহা ভাবিয়া তিনি যত্নসহকারে আপনার কন্যার ন্যায় ইন্দুবালাকে দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার কন্যা বিনোদিনীর সহিত ইন্দুবালার এরূপ ভালবাসা জন্মিল, যে উভয়ে উভয়কে এক

মন, এক প্রাণ ভাবিতে লাগিলেন। ইন্দুবালা, রমানাথ বাবুর সংসারে বিনোদিনীর কনিষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় রহিলেন। দাস দাসী কিম্বা অপর কেহ রমানাথ বাবুকে ইন্দুবালার কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন 'উটি আমার ভাই-ঝি।' সুতরাং দাস দাসী সকলে ইন্দুকে বিশেষ যত্ন ও সম্মান করিতে লাগিল। ইন্দুবালা মহেশপুরে সুখে রহিলেন, তবে তাঁহার মনঃকষ্ট কে নিবারণ করিবে? অরের অবস্থায় মনকষ্টের বৃদ্ধি হইয়াছিল, কিন্তু বিনোদিনী সদত নিকটে থাকিয়া নানা প্রকার কথা বার্ত্তা কহিয়া সে কষ্টের অনেক লাঘব করিয়াছিলেন। ইন্দুবালা পুস্তক বন্ধ করিয়া শুইলে পর, বিনোদিনী তাঁহার কাছে আসিয়া বসিলেন, এবং এ কথা সে কথার পর বলিলেন—'ইন্দু! মাথাটা কি বড় ধোরেচে? একটু অডিকলম দোবো?'

ইন্দু। হ্যাঁ, বড় ধরেচে, একটু অডিকলম দাও।

বিনোদিনী ইন্দুর মাথায় অডিকলম দিয়া বলিলেন, 'বাবা বলেচেন, কাল জীবনপুর থেকে এক জন ডাক্তার আনাবেন।

ইন্দু। ডাক্তার আন্‌তে হবে না, আর দু এক দিন বাদেই সেরে যাবে।

বিনো। সে তোর কথাতেও হবে না, আমার কথাতেও হবেনা, বাবা যা ভাল বুঝবেন তাই কোর্‌বেন।

ইন্দু। কেন এখানে ডাক্তার পাওয়া যায় না? জীবনপুর কোথায়? এখান থেকে কত দূর?

বিনো। না—এ গ্রামে ডাক্তার নাই, জীবনপুর এখান থেকে বেশী দূর নয়—১ ক্রোশ কি ১৷৷০ ক্রোশ সেখানে ভাল ভাল ডাক্তার আছে—

এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতেং পীড়িতা ইন্দুবালার নিদ্রাকর্ষণ হইল, সেই সময় ব্র্যাকেটের উপর ঘড়িতে নয়টা শব্দ হইল, বিনোদিনীও আপন ঘরে আসিয়া শুইলেন।

—oo—

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পরদিবস বৈকালে রমানাথ বাবু যথামত জীবনপুর হইতে একজন ডাক্তার আনাইলেন, ডাক্তারটি রমানাথ বাবুর বিশেষ পরিচিত এবং ইনিই আপাততঃ রমানাথ বাবুর ফ্যামিলী ডাক্তার (Family Doctor) হইয়াছেন। ডাক্তার বাবুটির বয়স অধিক নয়, ২৫ কি ২৬, দেখিতে বেশ সুশ্রী, কিছু বাবুও বটে। ডাক্তার বাবু আসিয়াছেন রমানাথ বাবুর বৈঠকখানায় বসিলেন। বাড়ির ভিতর খবর গেল, "ডাক্তার বাবু আসিয়াছেন" সকলে কিছু ব্যস্ত হইলেন, দাসীমহলের চীৎকার কিছু কমিল, কারণ ডাক্তার বাবু

আসিয়াছেন। ইন্দুবালার জ্বর তাহার পূর্ব্বরাত্রেই ত্যাগ পাইয়াছিল, এতাবৎকাল ভাল ছিলেন ও আছেন, কারণ আর জ্বর টর আইসে নাই, শরীরও পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সুস্থ আছে। তিনি বলিলেন—'আবার ডাক্তার কেন? আমি আজ আছি-ভাল। ইতিমধ্যে রমানাথ বাবু ডাক্তার মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া ইন্দুবালার ঘরে আসিলেন। যখন রমানাথ বাবু ডাক্তারকে সঙ্গে করিয়া বাড়ির ভিতর আসিতে ছিলেন, তখন ইন্দু তাঁহার ঘরের জানেলার উপর বসিয়া ডাক্তার বাবুটিকে মনোযোগ পূর্ব্বক দেখিতেছিলেন, ক্ষণেক দেখিয়া তাঁহার মন কেমন হইয়া উঠিল—যেন ডাক্তার বাবুটি তাঁহার কোন সম্পর্কীয় লোক—তাঁহার মন যেন কি জানি কি যেন কেমন কেমন হইয়া উঠিল—তাঁহার মনে মনে ডাক্তার বাবুকে ভালবাসিতে ইচ্ছা হইল—তিনি মনে মনে ডাক্তার বাবুকে ভাল বাসিলেন। ডাক্তার বাবুটিও এদিক সেদিক দেখিতে দেখিতে আসিতেছিলেন, তাঁহার চাউনিরও কিছু দোষ ছিল—দৈবাৎ তাঁহার চক্ষু ইন্দুবালার চক্ষুর উপর পতিত হইল। ইন্দুবালা, ডাক্তারবাবুকে তাঁহার চক্ষের শব্দ-ভেদী বাণ মারিলেন—ডাক্তার বাবু তাহাতেই মজিলেন। রমানাথ বাবু ঘাড় হেঁট করিয়া আসিতেছিলেন—এ কারখানা দেখেন নাই। পাঠক! মনে করিতে পারেন, হঠাৎ ইন্দু-বালার এরূপ ভাব হইল কেন? যদিও তিনি সুচতুরা বুদ্ধি-মতী ও সুরসিকা বটেন—কিন্তু তিনি তো অসচ্চরিত্রা নহেন? ইহা সত্য—সম্পূর্ণ সত্য; কিন্তু লোকের মনের ভাবের কথা

আমরা জানি না—কেন যে এরূপ হইল তাহা ইন্দুবালাই জানেন আমরা বুঝিতে পারিলাম না। সে যাহা হউক, রমানাথ বাবু ডাক্তারকে লইয়া ইন্দুবালার নিকট আসিলেন, ইন্দুবালা জানেলা হইতে নামিয়া সাবগুণ্ঠনে বিছানার উপর বসিলেন। যদিও অর্দ্ধহস্ত পরিমিত ঘোমটা টানিয়া বসিলেন, তথাপি তাঁহার ঘোমটার ভিতর খেমটা নাচ কেহই দেখিতে পাইলেন না—কেবল ডাক্তার বাবুটি সেই সুন্দর নাচ দেখিতেছিলেন ও মনে মনে মজিতেছিলেন, তাঁহার নাড়ি দেখা ঘুরিয়া গিয়াছিল—ডাক্তার বাবু ভাবিতেছিলেন, ইহাকে যেন কোথায় দেখিয়াছেন, কোথায় দেখিয়াছেন তাহা বিশেষ স্থির করিতে পারিলেন না। পরে রমানাথ বাবুকে বলিলেন—" No fever at all she's all right " তাহার পর ইন্দুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার এখন কি কষ্ট আছে? পেট বেদনা কি—কিছু—— " ডাক্তার বাবুর ইচ্ছা একবার পেটে হাত দেন। ইন্দু তাহা বুঝিলেন—ভাবিলেন, ইঁহার চরিত্র ভাল নয়, বলিলেন—'না পেটে বেদনা নাই, তবে মাথাটা একটু ধরিয়া আছে—ডাক্তার বাবু তাঁহার অভিপ্রায় সিদ্ধ না করিতে পারিয়া কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ মনে রমানাথ বাবুর সহিত হাঁসিতে হাঁসতে ইংরাজী ও বাঙ্গালা উভয় মিশ্রিত ভাষায় কথা কহিতে কহিতে বৈঠকখানায় গিয়া বসিলেন। বাহিরে গিয়া রমানাথ বাবু বলিলেন, নিশিকান্ত বাবু! আজ এখানে থাকুন। পাঠক! বুঝিয়াছেন ডাক্তার বাবুকে? ইন্দুবালা অপাঙ্গে তাহার কটাক্ষ

বাণ নিঃক্ষেপ করেন নাই। ইন্দুবালা ডাক্তার বাবুকে দেখিয়াই তাঁহার স্বামী বলিয়া চিনিয়াছিলেন, আমরা ইন্দুবালার দোষ দিতে পারি না। রমানাথ বাবু নিশিকান্ত বাবুকে থাকিতে বলায় প্রথমে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন, পরে ভাবিলেন, যখনি আসি—রমানাথ বাবু থাকিতে বলেন, (বাস্তবিক রমানাথ বাবু নিশিকান্তকে বিশেষ ভাল বাসিতেন) কিন্তু একবার না থাকাটা ভাল দেখায় না, আর আমারও আজ এখানে থাকিতে বিশেষ ক্ষতি নাই, বরং——" এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া থাকিতে স্বীকৃত হইলেন। পরে রমানাথ বাবুকে ঔষধের ব্যবস্থাপত্র (Prescription) লিখিয়া দিলেন। ব্যবস্থাপত্রে অ্যাকোয়া (Aqua) দিয়াই সারিলেন, সৌভাগ্যক্রমে একটু সিন্‌কোনা (Cincona) ছিল।

রমানাথ বাবু ঔষধ আনাইয়া বাটীর ভিতর পাঠাইয়া দিলেন, তখন ইন্দুবালা তাঁহার স্বামীর বিষয়ই ভাবিতেছিলেন তাঁহার মনে যেরূপ আনন্দের উদয় হইতেছিল তেমনি আবার নানাবিধ সন্দেহ জ্বালা তাঁহার কোমল হৃদয়কে দগ্ধ করিতেছিল। তিনি ভাবিতেছিলেন—" পরিচয় কি দিব! উনি কি তাহাতে বিশ্বাস করিবেন! করিলেই বা কি হইবে—যদি উনি আমাকে না গ্রহণ করেন তাহা হইলে আমার দশা কি হইবে! কি আর হইবে যদি একান্তই না গ্রহণ করেন তবে উঁহার সামনেই মাথা কুটিয়া মরিব! যাই হক্ পরিচয় দিব! কিন্তু উনি যদি আবার বিবাহই করিয়া থাকেন! করিয়া থাকেন তাহা হইলে আর কি হইবে? আমি না হয় তাহার দাসী হইয়া

থাকিব—তবুও ও মুখ দেখিতে পাইব—স্বামী চরণ তো সেবা করিতে পাইব—আমি তাহাতেই সুখী হইব। পরিচয় ত দিতে হইতেছে এবং পরিচয় দিবারও বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। শুনিলাম আজ্ রাত্রে উনি—আর উনি—তিনি, বলিতে ইচ্ছা করিতেছে না—আমি হৃদয় সর্ব্বস্ব বলিব——আমার—হৃদয়সর্ব্বস্বও এখানে থাকিবেন—অদ্য রাত্রেই পরিচয় দিব। ভাবে বোধ হইতেছে উনি আমায় গ্রহণ করিলেও করিতে পারেন। কিন্তু পরিচয় দিবার আগে একবার উঁহার মনের ভাব বুঝিতে হইবে—এইরূপ ভাবিতেছেন ও এক এক বার কুঁদির চুল ধরিয়া টানিতেছেন। কুঁদি তাঁহার এরূপ আহ্লাদ কখন দেখে নাই—সে বলিল 'কি গো দিদি ঠাক্‌রুণ আজ যে ভারি খুসি! এমন সময় ক্ষেমি একটা ঔষধের শিশি আনিয়া বলিল—এই নাও মা! ডাক্তার বাবু, তোমার ওষুধ পাঠিয়ে দিলেন বল্লেন —এরি এক দাগ করে খেতে। ইন্দুবালা ভাবিলেন—আমার জ্বর —তো সেরে গিয়েছে—তা যাহক্ মস্ত ডাক্তারের ওষুধ খেতেই হবে—এ ওষুধ তো আমি ফেল্‌তে পার—বোনা—বলিয়া—ক্ষেমির হস্ত হইতে শিশি লইয়া ১ দাগের পরিবর্ত্তে দুই দাগ খাইয়া ফেলিলেন। কুঁদি বলিল 'ওমা! দু দাগ খেলে যে! ইন্দুবালা বলিলেন এ ওষুধ বড় মিষ্টি—তুই একটু—খাবি? বলিয়া তাহার চুল ধরিয়া টানিলেন—কুঁদি খুসি হইয়া বলিল —"কাল দিদিঠাকুরণ চারটি ভাত খেও—আজ দু দিন ভাত খাওনি"—ইন্দুবালা বলিলেন যে আজ্ঞা মহারাজ! তা আপনাকে আর বল্‌তে হবে না—আজি পেলেই খাই এইরূপ

কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল—— আহারান্তে বাটীর সকলে শুইল। রমানাথ বাবুও ডাক্তার মহাশয়কে আহারান্তে বৈঠকখানায় শুয়াইয়া নিজে বাটির ভিতর আসিয়া নিদ্রা গেলেন—ক্রমে বাটীর সকলেই নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে শায়িত হইল। কেবল দুই জন মাত্র ব্যক্তি বিছানায় ছট্‌ফট্ করিতেছিল। নিশিকান্ত শুইয়া শুইয়া ইন্দুবালার—রূপ, চাউনি ভাবিতে লাগিলেন—ভাবিলেন "আমি বিবাহ করিয়াই বিদেশে বিদেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি—স্ত্রীও সুন্দরী হয় নাই,—সেই অবধি সুন্দরী স্ত্রীও আমার চক্ষে জুটে না—কাহাকেও সুন্দরী দেখি না—যদিও কদাচিৎ দুই একটা পাই—তাহা আমার অদৃষ্টক্রমে ঘটে না—এ যুবতীটি—কে? একে দেখেই আমার মন যে কি রূপ হয়েছে—তা বল্‌তে পারি না—একে যদি কোন সুযোগে—তাই বা কেমন করে হবে—হলেও হতে পারে—ওর চরিত্র বড় ভাল নয়—বিশেষ রমানাথ বাবুর কাছে যেরূপ শুন্‌লেম, তাতে তো জান্‌তে পারা গেল যে রমানাথ—বাবুরও কেহ নয়—দেখি—এমন সময় তিনি যে ঘরে শুইয়াছিলেন তাহার দরজায় ঠুক্‌ঠুক্-ঠুক্-শব্দ হইল, তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন —দেখিলেন—তিনি যাহা ভাবিতেছিলেন তাই—তাঁহার হৃদয় বিহারিণী যুবতী সম্মুখে দাঁড়াইয়া টিপি টিপি হাসিতেছেন—তাঁহাকে দেখিবামাত্র ইন্দুর হাসি দূরে গেল——চক্ষে জল আসিল—হৃদয়ে দুপ্‌দুপ্ শব্দ হইতে লাগিল—নিশিকান্ত, ইন্দুবালার চক্ষে জল দেখিয়া বলিলেন—"ওকি! তুমি কাঁদতেছ

কেন? তোমার চক্ষের জল আমি দেখিতে পারি না।" ইন্দুবালা ভাবিলেন—এরূপ আদর তিনি কখন পাননি—এই তাঁহার প্রথম (স্বামির আদর) তিনি ইতিপূর্ব্বে স্বামী যে কি রূপ জন্তু তাহা জানিতেন না।

ইন্দু। ডাক্তর মহাশয়! আপনি গিয়ে শুন—আমি যাই—

নিশি। তবে আসিলে কেন?

ইন্দু। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে—শুনিলাম—আপনার বাড়ীও কুসুম পুরে—

নিশি। তবে কথা না জিজ্ঞাসা করিয়াই যাইতেছ কেন?

ইন্দু। তোমার চরিত্র ভাল নহে—

এই কথা বলিয়াই অধর প্রান্তে মৃদু হাঁসি হাঁসিলেন। নিশিকান্তের মন পাগল হইয়া উঠিল—সেই হাঁসি, সেই রূপ দেখিয়া পাগল হইয়া উঠিল—তিনি ইন্দুবালার হাত ধরিয়া ঘরের ভিতর আনিলেন। ইন্দু তাঁহার হাত ছাড়াইয়া বিছানার নিম্নে বসিলেন, ডাক্তার বাবুও নিম্নে বসিলেন—ইন্দু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ও আবার কি! নীচে বসিলেন যে—ডাক্তার বাবু বলিলেন—তুমি নীচে বসিলে, আমি কেমন করিয়া উপরে বসিব। তুমি আমার সর্ব্বস্ব—বলিয়া ইন্দুর হাত ধরিলেন। ইন্দু হাত ছাড়াইয়া লইয়া কৃত্রিম রোষে উঠিয়া দাঁড়াইলেন—বলিলেন—"তুমি কি যথার্থই আমাকে কুলটা মনে করিয়াছ? ছি—" বলিয়া ঘর হইতে চলিয়া আসিতেছিলেন, এমন সময়ে ডাক্তর বাবু উঠিয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিলেন—

বলিলেন—যেও না—যেও না—আমি তোমাকে ছাড়তে পারবো না—তুমি আমায় রক্ষা কর। (স্বামীর এরূপ কাতরতা দেখিয়া ইন্দুবালার দুঃখ হইল) তিনি ডাক্তার বাবুর হাত ধরিয়া ঘরের ভিতর গিয়া বসিলেন (এবার বিছানার উপর আসিয়া বসিলেন) বলিলেন—'প্রাণাধিক! তোমার অবস্থা দেখিয়া আমার দুঃখ হইতেছে, কিন্তু ধর্ম্মই আমাদিগের এক মাত্র উপায়—এক দিনের সুখের জন্য আমি ধর্ম্ম ত্যাগ করিব না—আমি চলিলাম—কেউ দেখিলে কি মনে করিবে?

নিশি। আমি শপথ করিতেছি তুমি চিরকাল আমার হৃদয়েশ্বরী হইয়া থাকিবে—এক দিনের জন্য কেন?

ইন্দু। তোমাদিগের শপথে বিশ্বাস নাই—তুমি আমায় ত্যাগ করিলে আমার দশা কি হইবে?

নিশি। তোমাকে আমি এ জীবনে কখনই ত্যাগে করিব না—তোমার যদি বিশ্বাস না হয়, তবে আমার সঙ্গে কাল আমার বাড়ীতে যেও, আমার যাহা কিছু সম্পত্তি আছে তোমার নামে রেজেষ্টারি করিয়া দিব।

ইন্দু। তোমার বিবাহ হইয়াছে—তোমার স্ত্রীকে পাইলে আমাকে ভুলিবে—

নিশি। তোমাকে ভুলিলে আমি থাইতে পাইব না। যদিও আমি বিবাহ করিয়াছি, কিন্তু সে স্ত্রী আমি আর গ্রহণ করিব না—তাহাকে আমার মনে না ধরায় ত্যাগ করিয়াছি—সেই অবধি বিদেশেই আছি। আবার বিবাহ করিবার ইচ্ছা ছিল—কিন্তু এখন করি নাই—

ইন্দু। তুমি পরে বিবাহ করিতে পার—তখন আমি কোথায় যাইব?

নিশি। (ইন্দুর হস্ত ধরিয়া) যদি করি—সে আর কাহাকেও নহে—

ইন্দু। তুমি কোথায় বিবাহ করিয়াছ? তোমার স্ত্রীর নাম কি?

নিশি। সে কথায় তোমার প্রয়োজন কি? আমি কুসুমপুরে হরিনাথ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা ইন্দুবালাকে বিবাহ করিয়াছি—

ইন্দু। তোমার স্ত্রী কি জীবিতা আছেন?

নিশি। তাহা বলিতে পারি না—

ইন্দু। তিনি জীবিতা আছেন—

নিশি। তুমি কি প্রকারে জানিলে?

ইন্দু। আমার বাড়ী কুসুম পুর কি না, আমি তাঁহাদের চিনি—আমি সম্প্রতি দৈব-বশাকে পড়িয়া এখানে আসিয়াছি—

নিশি। বটে? আমিও তাহাই ভাবিতে ছিলাম—যেন কুসুম পুরেই কোথায় তোমাকে দেখিয়াছি—

ইন্দু। তোমার স্ত্রীকে তুমি গ্রহণ করিবে না?

নিশি। না—শপথ করিয়া বলিতেছি—না—আর কি-প্রকারেই বা গ্রহণ করিব! সে এত দিনে—অসচ্চরিত্রা হইয়াছে।—

ইন্দু। তবে আমাকে কি প্রকারে গ্রহণ করিবে—আমি যে ঘোর অসচ্চরিত্রা——

নিশি। তুমি অসচ্চরিত্রা হইলেও শত দোষে দুষি হইলেও

তোমাকে আমি গ্রহণ করিব। বল—আমার গৃহিণী হইবে কি না?

ইন্দুবালা আর থাকিতে পারিলেন না—বলিলেন—আমি যদি তোমার সেই স্ত্রী—ই হই!

নিশি। আমার কি এমন অদৃষ্ট হইবে?

ইন্দু। তোমার অদৃষ্টে তাহাই হইয়াছে—প্রাণাধিক! আমি কুলটা নহি—আমি আমার স্বামির সহিতই আলাপ করিতেছি। আমিই সেই হরিনাথ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা দুঃখিনী ইন্দুবালা, তুমিই আমার স্বামী নিশিকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়——

এই বলিয়া ইন্দুবালা স্বামির চরণে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন—নিশিকান্ত তাঁহাকে বক্ষে লইয়া আলিঙ্গন করিলেন—বলিলেন—ইন্দু! জীবন-সর্ব্বস্ব! তুমি এখানে কি করিয়া—আসিলে? ইন্দুবালা রোদন সম্বরণ করিয়া সমস্ত আনুপূর্ব্বিক ঘটনা বিবৃত করিলেন, পরে স্বামির হস্ত ধরিয়া বলিলেন—প্রাণাধিক! আমাকে কি গ্রহণ করিবে? নিশিকান্ত, ইন্দুর চিবুক ধরিয়া বলিলেন—তোমাকে গ্রহণ করিব না ত কাহাকে গ্রহণ করিব! তুমি আমার হৃদয়-সর্ব্বস্ব। পুনরায় বলিলেন—ইন্দু! আমি অতি নিষ্ঠুর ও নির্ব্বোধ, তাই এমন পতিব্রতা স্ত্রীকে যন্ত্রণাসাগরে ভাসাইয়াছিলাম—আমি রূপ দেখিতাম, গুণ দেখিতাম না, এখন আমার চৈতন্য হইয়াছে—আর রূপ দেখিব না—গুণই দেখিব—গুণ না দেখিয়াই তোমাকে এত কষ্ট দিয়াছি—ইন্দু! তোমার যত গুণ এত গুণ কাহার আছে? আমি নির্ব্বোধ—হীরক

চিনিতে পারি নাই—কাঁচই চিনিতাম——ইন্দুবালা! আমার দোষ কি মার্জ্জনা করিবে? ইন্দুবালা বলিলেন—তুমি অমন কথা বলিও না—আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল ঘটিয়াছে—তুমি আমার সর্ব্বস্ব, তোমাকে না দেখিলে আমি প্রাণে মরিব——

নিশিকান্ত ইন্দুকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—এস ইন্দু! শুইগে এস, অনেক রাত্রি হইয়াছে—কল্য রমানাথ বাবুকে সমস্ত বলিয়া কুসুমপুর যাত্রা করিব। ইন্দুবালা বলিলেন—প্রাণাধিক! এখানে একত্রে শয়ন ভাল দেখায় না—এখন আমি বাড়ির ভিতর গিয়া শুই——নিশিকান্তও কোন আপত্তি না করিয়া বলিলেন—তা বটে বটে—তুমি এখন বাড়ীর ভিতর গিয়াই শোও——পরে ইন্দুবালাকে আলিঙ্গন করিলেন—ইন্দুবালাও নিশিকান্তকে একটি ক্ষুদ্র চিম্‌টি কাটিয়া বাটির ভিতর শুইতে গেলেন, নিশিকান্তও আপনার বিছানায় শুইলেন—বলা বাহুল্য সে রাত্রে উভয়েরই ঘুম হইল না। যখন বাটীর ভিতর আসিতেছিলেন—সিঁড়িতে তাঁহার কুঁদির সহিত দেখা হইল—কুঁদি বলিল—দিদি ঠাকরুণ যে, কোথায় গিয়াছিলে?

ইন্দুবালা বলিলেন—ডাক্তার বাবুর কাছে——

কুঁদি আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—সে কি? এত রাত্রে ডাক্তার বাবুর কাছে! ডাক্তার বাবু তোমার কে হয়?

ইন্দু। ডাক্তার বাবু আমার কোন বিশেষ সম্পর্কীয় লোক, তাহার পর হাঁসিতে হাঁসিতে কুঁদির চুল ধরিয়া টানিয়া বলিলেন—ডাক্তার বাবু আমার সর্ব্বস্ব—

কুঁদি বলিল—বুঝিয়াছি, ডাক্তার বাবুর ওষুদের গুণ আছে, আমি না খাইয়া ঠকিয়াছি।